জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ।০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৬ই ভাদ্র বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 2nd Sept, 1953 | ১৬শ সংখ্যা

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চলতি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৪৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২২,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬০ সাল

আইনের ধারা ও নয়নের ধারা

—০—

যে রাজবিধি অনুসারে বিচার হয়, তাহার নাম আইন। আইনের এক একটি পরিচ্ছেদকে আইনের ধারা বলে। কোন তরল বস্তুর অনবরত ক্ষরণকেও ধারা বলে। চোকের জল নির্গত হইয়া অবিরত গাল ভিজাইয়া পতিত হইলে সেই জলপ্রবাহকে নয়নধারা বলে। রাজশক্তি আইনের ধারা অনুসারে বিচার করে। রাজার বিচারালয়ে যাহার যাইবার সামর্থ্য নাই বা আইনের অপপ্রয়োগ জন্য যে ব্যক্তি সুবিচার প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়, তাহার নয়নধারা দেখাইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র বিচারকর্ত্তা ভগবানের দরবারে বিচারপ্রার্থী হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। পুরাণ বা ইতিহাস সদৃশ-ঘটনাবলী পুনরুক্তি করিয়া থাকে। ইংরাজগণও ইহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"হিষ্ট্রি রিপিটস্ ইটসেল্ফ্"।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে বাদশা শাহ্‌জাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব পিতাকে বন্দী করিয়া, সহোদরগণকে হত্যা করিয়া নিজের বাদশাহী তক্ত নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন, ইতিহাসে ইহা পাঠ করিয়া অনেকে শিহরিয়া উঠেন। রাজ্যলিপ্সা ও সেই রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবার প্রলোভন পৌরাণিক ঘটনাতেও বর্ণিত আছে।

মথুরায় কংস নামক জনৈক দৈত্য স্বপিতা উগ্রসেনকে বন্দী করিয়া মথুরার সিংহাসন অধিকার করেন। কংসের খুড়তুতো ভগ্নী দেবকীর বিবাহ সময়ে কংস দৈববাণীতে জানিতে পারেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তাঁহাকে সংহার করিবে। রাজ্যের এবং শাসকবৃন্দের নিরাপত্তার জন্য যাহার দ্বারা বিঘ্ন উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা করা হয়, তাহাকেই বিনা বিচারে আটক রাখা হয়, কোন কোন রাজ্যে কায়দা করিয়া হত্যার কথাও শোনা যায়। দ্বাপর যুগে কংস রাজ্যেও সে পদ্ধতির অভাব ছিল না। দৈববাণীতে বিশ্বাস করিয়া দুর্বৃত্ত কংস খুড়তুতো ভগ্নী দেবকী ও তাঁহার স্বামী বসুদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল। অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসকে সংহার করিবে দৈববাণীতে ইহা জানিলেও দেবকীর গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে নির্দ্দয় কংস তাহাকেই মাতৃক্রোড় হইতে লইয়া গিয়া হত্যা করে। সাতটি সন্তান হত্যা করার পর এবারে অষ্টম গর্ভ। কারাগারে প্রহরীগণকে সতর্ক ও সজাগ থাকিবার আদেশ করিয়া কংস তাহাদিগের নির্দ্দেশ দিলেন—সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ রাজসন্নিধানে লইয়া যাওয়া হয়। যথাকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। প্রসব ব্যথায় মাতা অচেতন। কারারুদ্ধ পিতা বসুদেব সন্তানের জীবনরক্ষার্থ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। দুর্বৃত্তের বিনাশের জন্য ভগবান চিরদিনই বদ্ধপরিকর। বসুদেব দৈববাণী শ্রবণ করিলেন—"যমুনার পরপারে অবস্থিত গোকুল নগরে গোপরাজ নন্দের গৃহে সন্তানকে লইয়া যাও। নন্দগৃহিণী রাণী যশোমতী এইমাত্র একটী কন্যা প্রসব করিয়াছেন। সেই সদ্যপ্রসূতা কন্যাটিকে লইয়া তৎপরিবর্ত্তে পুত্রকে রাখিয়া আইস। কন্যাটিকে কারাগারে অচেতন দেবকীর পার্শ্বে শয়ন করাইয়া রাখ।"

পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া কারাদ্বারে আসিয়া বসুদেব দেখিলেন—দ্বার উন্মুক্ত, প্রহরিগণ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। বিনা বাধায় বসুদেব সদ্যজাত সন্তানকে লইয়া যমুনা তীরে উপনীত হইলেন। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, খরস্রোতা যমুনা দুকুল প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে। বিপন্ন পিতা সজলনেত্রে ভগবানকে ডাকিয়া বলিলেন—"নারায়ণ! অকুলে কুল দাও প্রভো!" বসুদেব দেখিলেন—একটী শৃগাল যমুনার এপার হইতে চলিয়া ওপারে যাইতেছে। তিনি সেই শৃগালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে আরম্ভ করিলেন। যমুনার মধ্যস্থলে আসিবামাত্র কোলের শিশুটি যেন হাত ফস্‌কাইয়া যমুনার জলে পড়িয়া গেল। পিতা পাগলের মত খরস্রোতা নদীর জল হাতড়াইতে হাতড়াইতে অপ্রত্যাশিতভাবে সন্তানকে পাইয়া কোলে লইয়া দেখিলেন—শিশুর কোনও ক্ষতি হয় নাই। যমুনা পার হইয়া দ্রুতপদে নন্দালয়ে উপনীত হইয়া দেখিলেন—গোপরাজের প্রাসাদের সমস্ত দ্বারই যেন বসুদেবের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। বসুদেব যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ যশোমতীর সূতিকা ঘরে চালিত হইয়া, স্বীয় পুত্রকে তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করাইয়া, তাঁহার সদ্যজাতা কন্যাটিকে কোলে লইয়া মথুরার কংস কারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কারাদ্বার তেমনি উন্মুক্ত, প্রহরিগণ তেমনি নিদ্রাভিভূত। দেবকীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া গোপরাজের কন্যাটিকে তাঁহার পাশে শয়ন করাইয়া দিলেন।

বসুদেব স্বীয় পুত্রকে কংসের কবল হইতে নিরাপদে গোকুলে নন্দালয়ে রাখিয়া গোপরাজের কন্যাটিকে মথুরায় কংস কারাগারে লইয়া আসায়, তাঁহার পত্নীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান একদিন কংসের অত্যাচার হইতে ধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়া কংস ধ্বংস করিবেনই, এই আনন্দে "কারাগার" নাটকে "ধরিত্রীর" চরিত্র অভিনয়কালে বিখ্যাতা অভিনেত্রী রাজলক্ষ্মী কবি নজরুল ইসলাম রচিত একটি গান গাহিয়া সকলকে এত মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে শ্রোতৃবর্গের অনুরোধে সাতবার আঙ্কোর (Encore—পুনরাবৃত্তির) করিয়া অষ্টম বারে জোড়হস্তে সবকে নমস্কার করিয়া অক্ষমতা জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গানটি আমরা ইতিপূর্ব্বে একবার প্রকাশ করিয়া এবারও সাধারণকে শুনাইবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

ভৈরবী—আদ্ধা কাওয়ালী।

তিমির বিদারী অলখ-বিহারী
কৃষ্ণমুরারি আগত ঐ।
টুটিল আগল, নিখিল পাগল,
সর্ব্বংসহা আজি সর্ব্বজয়ী॥
বহিছে উজান অশ্রু-যমুনায়,
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে, আয়,
বসুধা-যশোদার স্নেহ-ধার উথলায়,
কাল-রাখাল নাচে থৈ তাথৈ॥
বিশ্বজুড়ি উঠে স্তব নমোনমঃ,
অরির পুরী-মাঝে এল অরিন্দম!
ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরীজন,
বন্ধ কারামাঝে বন্ধ-বিমোচন,

ধরি' অজানা পথ, আসিল অনাগত,
জাগিয়া ব্যথাহত বলে মাভৈঃ ॥

প্রহরিগণ জাগরিত হইয়া দেখিল রাজভগ্নী বন্দিনী দেবকী একটি কন্যা প্রসব করিয়াছেন। দুরাত্মা কংস সংবাদ পাইবামাত্র কন্যাটিকে বধার্থে প্রস্তরের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিল—কথিত আছে, স্বয়ং মহামায়া কৃষ্ণকে রক্ষার্থ নন্দালয়ে কন্যা-রূপে ভূমিষ্ঠা হইয়াছিলেন। শিলাখণ্ডে নিক্ষিপ্তা হইবামাত্র কন্যাটি অষ্টভুজা মূর্ত্তি ধরিয়া আকাশমার্গে গমন করিলেন। দৈববাণী হইল—

"তোমারে বধিবে যে,
গোকুলে বাড়িছে সে"

এই বাক্য একা কংসের জন্য নহে, সকল অধার্ম্মিক, অত্যাচারী জনপীড়কের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। নিরীহ জনসাধারণ দুর্বৃত্তগণের কিছু করিতে পারে না সত্য। তাহাদের নিধনের জন্য শেয়ালে পথ দেখায়, যমুনার খরস্রোতেও আঁতুরের শিশুও ভাসিয়া যায় না, সশস্ত্র প্রহরীরাও নিদ্রায় অচেতন হইয়া থাকে। আইনের ধারা নয়নের ধারায় ভাসিয়া যায়।

পশ্চিম বাঙলার প্রাক্তন রাজ্যপাল বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ডাঃ কাটজুর মেহেরবানি ও স্নেহেরবাণী !

—:—

অন্ধ্র বিল সম্বন্ধে লোকসভায় আলোচনাকালে ডাঃ কাটজু বলেন—সীমানা নির্দ্ধারণ কমিশন শীঘ্রই গঠিত হইবে। সীমানা নির্দ্ধারণ কমিশন সমস্ত রাজ্যের সীমানা সম্পর্কেই সিদ্ধান্ত করিবেন। বাঙলা বিহার সমস্যাও তাঁহাদের এক্তিয়ারভুক্ত হইবে। অন্য কোন রাজ্যের কথা না কহিয়া ডাঃ কাটজু বেশ জোর গলায় বলিয়াছেন—"ব্যক্তিগতভাবে আমি সমগ্র বাঙলাকেই বিহারের সহিত যুক্ত করিতে রাজী আছি।" প্রত্যেক দেশহিতৈষী বাঙালীর এই কথাটি ভাবিয়া দেখা উচিত—কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মুখ দিয়া একথা বাহির হইয়াছে। তিনি রামা শ্যামা নন, একদিন এই পশ্চিম বাঙলার রাজ্যপাল ছিলেন। কথাটা কোনও চায়ের দোকানে বা তাসের আড্ডায় বলেন নাই, বলিয়াছেন লোকসভায়। বেয়াই বেয়ানের বা শালা সম্বন্ধীর দেশ সম্বন্ধে ইয়ারকি করিয়া ঠাট্টা তামাসার স্থান লোকসভা নয়। সীমানা নির্দ্ধারণ কমিশন গঠিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি যেন বাঙলা বিহার সমস্যা কি হওয়া উচিত তাহার একটা অগ্রিম ইঙ্গিত দিয়া রাখিতেছেন, একথা বলিলে অন্যায় হইবে কি? কয়েক দিন পূর্ব্বে এই স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুই বাঙলা হইতে নির্ব্বাচিত জগৎবরেণ্য ডাঃ মেঘনাথ সাহাকে রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা না ঘামাইয়া বিজ্ঞান লইয়া নাড়াচাড়া করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন আমাদের মনে হইয়াছিল—আমরা হইলে জবাব দিতাম আইনজ্ঞ উকীল হইয়া গরু চোরের খালাসের সাফাইএর ব্যাপার লইয়া ধানাই-পানাই করা ডাঃ কাটজুর পক্ষে শোভন। লোকসভায় ভাবী কমিশনের বিচার্য্য বিষয় যাহা হওয়া উচিত, তাহা তিনি যেন অগ্রিম নির্দ্দেশ দিতেছেন। এই নির্দ্দেশ মানিয়া যে যে ব্যক্তি রায় দিবেন, তাঁহাদিগকেই কমিশনে স্থান দেওয়ার হাত কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে নাই এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? অন্য কোনও দেশের কথা না বলিয়া যে দেশের তিনি গবর্ণর ছিলেন, যাহার সম্বন্ধে তিনি খুব ওয়াকিবহাল, লোকসভায় একথা বলা জিহ্বা ফস্‌কাইবার ব্যাপার নয়। অভিজ্ঞ ব্যবহারজীবী স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর আসনে বসিয়া বিচারাধীন ব্যাপারের রায় যেন অগ্রিম ইঙ্গিতে জানাইয়া দিতেছেন। তাঁহার আইনে "ডিক্টেটিং জাজমেণ্ট টু এ ট্রাইং জাজ" (Dictating judgment to a trying Judge) অপরাধ নয় কি? তাঁহার এই **"ব্যক্তিগতভাবে আমি সমগ্র বাঙলাকেই বিহারের সহিত যুক্ত করিতে রাজি আছি"** এই মহাবাক্যে ভাবী সীমানা কমিশন যদি প্রভাবান্বিত হয় তাহাতে একটুও আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই।

আমাদের বাঙলার জাঁহাপনারা ট্রাম কোম্পানির মাত্র ৫ এক পয়সার স্বার্থ-লইয়া যে সাংবাদিক নির্য্যাতন করিয়া বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ডাঃ কাটজু লোকসভায় যে সহানুভূতির ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহা বাঙালীর সম্বন্ধে বিদ্বেষভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল হাঁড়ির ভাত সব টিপিয়া দেখিতে হয় না, এক টিপিয়া দেখিলেই সব ভাতের অবস্থা বোঝা যায় তিনি বাঙলার সম্বন্ধে যে ইচ্ছার ইঙ্গিত দিয়াছেন বিহারের যে কোন উগ্রভাবাপন্ন কংগ্রেসী (যাঁহাদে কংগ্রেসী দশ লক্ষ সভ্যের মধ্যে, আট লক্ষই ভু বলিয়া জানা গিয়াছে) নেতাও বলিতে লজ্জ পাইতেন। হায়রে পশ্চিম বাঙলার অদৃষ্ট! যাহা প্রাক্তন প্রদেশপাল অনেক দিন বাঙলার নেম খাইয়া তাঁহার নেমকহালালী দেখাইতেছেন বাঙলা ও বাঙালীর উপর তাঁহার বিদ্বেষের অ নাই। বাঙলা ও বাঙালীর অস্তিত্বের বিলোপ সাধনই তাঁহার কাম্য। কেন্দ্রীয় সরকারের কেব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ কাটজু একা নহেন, অনেক কংগ্রে রাষ্ট্রনায়কদের বাঙলার উপর ক্রোধ ও বিদ্বেষে প্রাচুর্য্য খুব বেশী।

স্বর্গত ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ কায়মনোবাকে বিহারের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি বাংলা হৃত অংশ বাঙলাকে ফিরাইয়া দেওয়া ন্যায় ও ধর্ম্ম সম্মত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডা সিংহকে তাঁহার একজন তরুণ বাঙালী স্বজন জিজ্ঞা করিয়াছিলেন—আপনারা এত বাঙালী বিদ্বে কেন? ডাক্তার সিংহ একটু মুচকি হাসিয়া উত্ত দিয়াছিলেন—একা আমরা নহি ভারতের স প্রদেশের লোকই প্রতিভায় বাঙালীর সমতুল্য নয় এই হিংসাই বাঙালী বিদ্বেষের কারণ। ভারতপূজ্য অবাঙালী শ্রেষ্ঠ নেতা একদিন এক তরুণ বাঙালী সঙ্গে নির্ব্বাচনে তাঁহার পৃষ্ঠপোষিত ব্যক্তির পরাজয়ে মুক্ত কণ্ঠে বলিতে লজ্জিত হন নাই—ইহা আমা পরাজয়।

যে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের রহস্যজনক মৃত্যুর তদ স্তের প্রশ্ন কেন্দ্রীয় কর্ত্তা বা কর্ত্তারা উত্থাপন করিতে দিতে বাধা দিতেছেন—সেই বাঙালী শ্যামাপ্রসাদ কর্ত্তাদের বিশ বছরের অন্তরঙ্গ বন্ধুর "দিলের অন্দরের" ভাব সমস্ত বুঝিয়াছিলেন, যাহা কর্ত্তারা কিছুই জানিতেন না, এতদিনে বুঝিয়া মৃত ও মৃত বাঙালী বন্ধুর প্রতিভার সহিত নিজেদের বুদ্ধির প্রখরতার তুলনা করিয়া যত লজ্জিত হইতেছেন

ততই ক্রোধ বর্দ্ধিত হইতেছে। কাজেই মনের রাগ কথায় ফুটিয়া ওঠে, আর বিড় বিড় করিয়া নিজেদের ভাষায় বলে—

"ভাতুয়া বাংগালী মছলীখোর,
তোড় দেউঙ্গা তেরা জোর।
মেরা হাথমে কানুনকা ডোর—
বানা দেউঙ্গা ডাকু চোর।"

মুর্শিদাবাদ জেলা রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি

জেলা রাষ্ট্রভাষা সংগঠক পণ্ডিত শ্রীরামবিলাস উপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে, ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে রাষ্ট্রভাষার আগামী সেসন আরম্ভ হইবে। জংগীপুর এবং রঘুনাথগঞ্জের পুরুষ ও মহিলাদের জন্য যথাক্রমে জংগীপুর কলেজে এবং রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ১৫ই সেপ্টেম্বর ভর্ত্তির শেষ দিন।

বালিঘাটা বারোয়ারী দুর্গা পূজার ১৩৫৯ সালের হিসাব

জমা—চাঁদা আদায় ২৩০৮৶০, কলা ও সরা বিক্রয় ৮৴১০, নারিকেল বিক্রয় ৮॥০ মোট ২৪৭৷৶১০

খরচ—প্রতিমা ৮০৲, পুরোহিত দক্ষিণা ২৪৲, খরিদ ৩টী ২০।০, নৌকা ১৬৲, বাজনা ২৭৲ পড় ১৫৶০, পূজার খরচ—গামছা, কাঠাম বাঁধা, ড়ি, পাটের মিস্ত্রি, নিরঞ্জন ইত্যাদি ৫৪॥৵, ছাগ ির দক্ষিণা ৩৲, লক্ষ্মী পূজার দ্রব্য ৮৲, লক্ষ্মী-তমা ৫৲, লক্ষ্মী পূজার দক্ষিণা ১।০ মোট ২৫৪৶৫

কোষাধ্যক্ষ শ্রীতারাপদ ঘোষ,
সহ কোষাধ্যক্ষ শ্রীউমাপদ ঘোষ।

বিঃ দ্রঃ—সন ১৩৬০ সালের শ্রীশ্রী৺দুর্গা পূজা পলক্ষে আগামী ২০শে ভাদ্র রবিবার তারিখে দেবীদাস চন্দ্র মহাশয়ের দোকানের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ক সভা হইবে। আপনাদের উপস্থিতি একান্ত নীয়। সম্পাদক—শ্রীসুকেশচন্দ্র হালদার।

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
চা-সংসদে
রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।
চা-সংসদ
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বাটী ও বাগান বিক্রয়

জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে কোর্ট হইতে অনতিদূরে একটী পাকা বাড়ী ও আম বাগান বিক্রয় হইবে। অনুসন্ধান করুন।

শ্রীসাকেতরঞ্জন ব্রহ্ম, রঘুনাথগঞ্জ।

সকলের বন্ধু কারো বন্ধু নয়

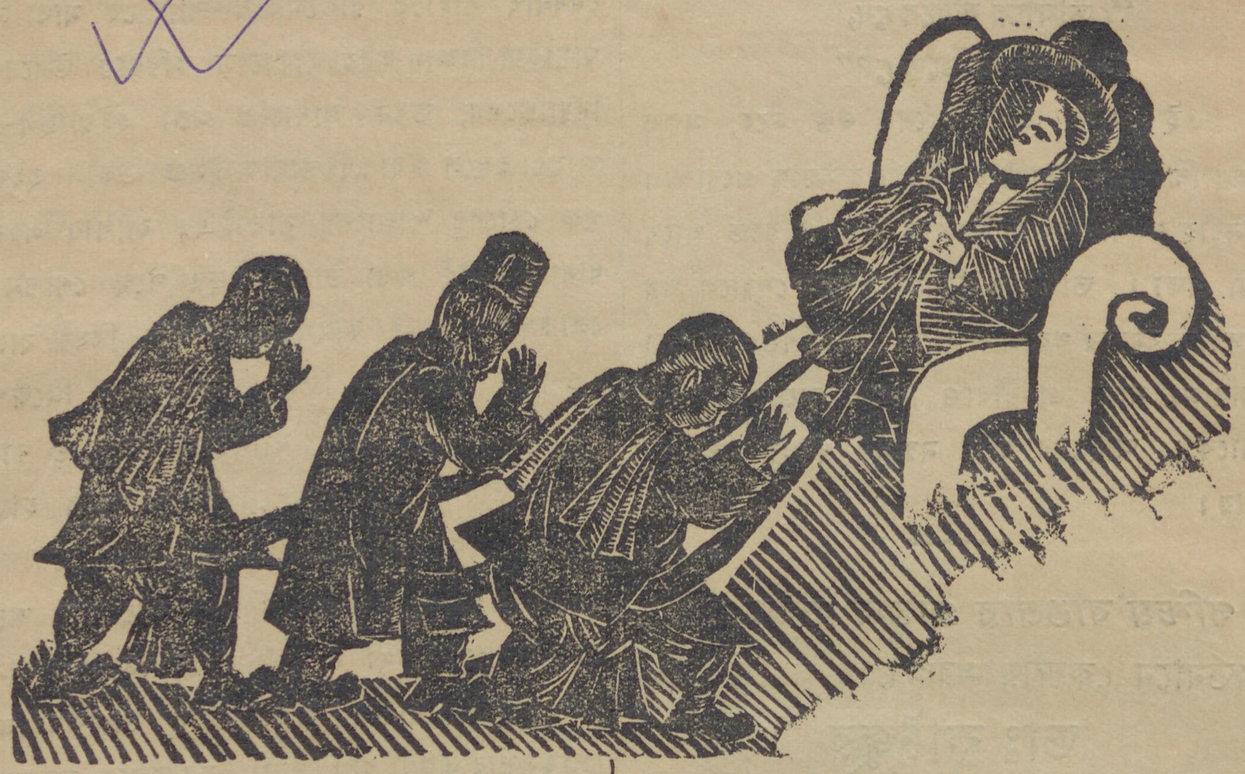

স্বাধীন দেশ! স্বাধীন মানুষ!
অধীন নহে তো কারো—
বিদেশীদের তেল দাও কেন
কপালে কি আছে আরো।
উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে,
পরের অধীন যারা—
যে অধীন ছিল, সে অধীনই আছে,
স্বাধীন হয়নি তারা।
বিদেশী কোম্পানি যাহা মনে করে
করাইতে করে বাধ্য।
তাহাদের "হাঁ"য়ে "না" বল তোমরা
এমন নাহি তো সাধ্য!

দেশের লোকের সর্ব্বনাশ করো
গরীবে দেখাও তেজ—
কমনওয়েল্থ হাতের মুঠোয়
ধরিয়া রেখেছে লেজ।
যেই টান দিবে, হইবে হাজির,
সেলাম জানাবে গিয়ে,
যা বলিবে ওরা তখনি করিবে,
যা চাহিবে তাই দিয়ে!
এ গালে চুমো, ও গালে চুমো
ভুলাতে দুয়ের মন,
নিজ স্বার্থ ছাড়া, জানেনা উহারা
কারো বন্ধু ওঁরা নন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৩

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

২৮৮ খাং ডিঃ কণিকারাণী দেবী দেং বৈদ্যনাথ দত্ত দিং দাবি ৫৮।৶৬ থানা সুতী মৌজে দেবীপুর ১-৪২ শতকের কাত ৭।৶৩ আঃ ২৫৲ খং ৭৫ রায়তী স্থিতিবান।

১৮৯ খাং ডিঃ জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং সুরেন মাঝি দিং দাবি ২৮৸৩ থানা সুতি মৌজে মহেশাইল তপশীল লিখিত সর্ত্ত জমা ৩৷৹ আঃ ১০৲ খং ৫৪৪

১৪০ খাং ডিঃ ঐ দেং দেবেন মণ্ডল দিং দাবি ১০৪৸৶৬ থানা সুতি মৌজে হাজিপুর ১১-৮২ শতকের কাত ২৫৷৶১ আঃ ২৫৲

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৩

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

১৭৯ খাং ডিঃ সেবাইত গোবিন্দদাস নাথ দিং দেং ধীরেন্দ্রনাথ রায় দাবি ৯৫৯।৶০ থানা সাগরদীঘি মৌজে গাঙ্গাড্ডা ৫৬-৮৫ শতকের কাত ১৬২৶০ আঃ ১০০৲ খং ৫ অধীনস্থ খং ৬ হইতে ৪০

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

১৭৯ খাং ডিঃ সেবাইত বীরেন্দ্রনাথ মাহাতা দিং দেং লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা দিং দাবি ৪৪৸৶৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে পাউলী ২-২ শতকের কাত ৮৸৭৷৹ আঃ ২৫৲ খং ৭৭

১৭৭ খাং ডিঃ সেবাইত মহান্ত গণপতি দাস গোস্বামী দেং ধরণীধর দেবনাথ কবিরাজ দাবি ১১৷৶৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে ব্রাহ্মণীগ্রাম ৭ শতকের কাত ৷৹ আঃ ৫৲ খং ৫৮৩

১৭৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১২৸৩ মৌজাদি ঐ ২ শতকের কাত ৸২৷৹ আঃ ৫৲ খং ৫৭৪

১৮০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১১।৶৬ মৌজাদি ঐ ৫৬ শতকের কাত ।৶১৫ আঃ ৫৲ খং ৮১২

১৮১ খাং ডিঃ ঐ দেং মকরমুন্নেসা বিবি দাবি ১৪৶০ থানা ও মৌজে সাগরদীঘি ৪৮ শতকের কাত ১৲ আঃ ৫৲ খং ৩৭

১৮২ খাং ডঃ ঐ দেং জুমেলা খাতুন বিবি দাবি ১৩।৶৯ থানা ঐ মৌজে বেড়গ্রাম ২৫ শতকের কাত ৸১৫ আঃ ৫৲ খং ১৮০, ১৫৪

১৮৫ খাং ডিঃ ঐ দেং জাবেদা বিবি দিং দাবি ১৩২।৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভুঁইহাট ৬-৯৭ শতকের কাত ২০৸০ আঃ ২৫৲ খং ১৫৯

২০৮ খাং ডিঃ সেবাইত রাজা প্রতিভানাথ রায় দেং রামগোবিন্দ মণ্ডল দাবি ৫৩৷৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে নুরপুর ১-৭২ শতকের কাত ১০৲৩ পাই আঃ ১০৲ খং ৯৩

২০৯ খাং ডিঃ ঐ দেং বড়ন মণ্ডল দিং দাবি ৭৩৶৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে বাগানহাট ৩-৫৯ শতকের কাত ১১৷৶৯ আঃ ১৫৲ খং ৭

১৫৭ খাং ডিঃ নেহালিয়া ট্রাষ্ট ষ্টেটের ট্রাষ্টিগণ রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দিং দেং রাধাকান্ত পাল দিং দাবি ৫৪।৶৯ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে চামুণ্ডা ৫৩২ শতকের কাত ১১৲৬ আঃ ২০৲ খং ২৫৭

১৫৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪২৸৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে চামুণ্ডা ১-১৫ শতকের কাত ৭৲ আঃ ১৫৲ খং ২৫৬

১৫৬ খাং ডিঃ ঐ দেং জঙ্গলনাথ অধিকারী দাবি ৫৭৷৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে নওপাড়া ৩-২৬ শতকের কাত ১৬৲ আঃ ২০৲ খং ৯৪

১৫৮ খাং ডিঃ ঐ দেং সেবাইত ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় দিং দাবি ৮৭৷৶৬ মৌজাদি ঐ ২-৯১ শতকের কাত ১২।৶১০ আঃ ২৫৲ খং ২৯৫ অধীনস্থ খং ৪১৩, ৪১৪

১৮৩ খাং ডিঃ ঐ দেং হেমবরণ চক্রবর্ত্তী দাবি ২১।৶৯ মৌজাদি ঐ ১-৯১ শতকের কাত ২৸০ আঃ ৫৲ খং ৩২৬

১৩৩ খাং ডিঃ সেবাইত কুমারকৃষ্ণ ঘোষ দিং দেং ইসমাইল সেখ দিং দাবি ২৪৸৩ থানা সুতী মৌজে বাউরীপুনি ৮৬ শতকের কাত ২৸০ আঃ ১৫৲ খং ৫২, ২৫২

১৩৪ খাং ডিঃ ঐ দেং হেমন্তকুমার সরকার দিং দাবি ১৭৶৬ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে উমরপুর ৫৯ শতকের ২৷৶৯ আঃ ১০৲ খং ১৮৩/১

১৬৮ খাং ডিঃ সেবাইত গোপালচন্দ্র দাস দেং মালতীবালা দাসী দিং দাবি ১৭৬/৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে তেলাঙ্গল ৭-২০ শতকের কাত ২৫৷৶২৷৷ আঃ ১৭০৲ খং ৩৫৭ অধিনস্থ খতিয়ান ৪৯৭ হইতে ৪৯৯

১৫৫ খাং ডিঃ সেবাইত রাজা রণেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দেং নিতাইচরণ সরকার দিং দাবি ২৪৷৶৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে ভাসাই পাইকর ৭৯ শতকের সেস ৶৯ আঃ ১৫৲ খং ৬

১৯৭ খাং ডিঃ মাতয়ালি জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং মোহর সেখ দিং দাবি ১৪৸৶৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে জাফরাবাদ ১/০ বিঘার কাত ৸৶০ আঃ ৫৲

১৬৬ খাং ডিঃ সেবাইত মহান্ত মনোহর দাস দেং চম্পকবালা দাসী দাবি ১২/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভোমাইপুর ৬৭ শতকের কাত ১৷৶১ আঃ ১০৲ খং ২১৯

১৭৬ খাং ডিঃ প্রভাতকুমার ভকত দেং রবি সর্দ্দার ওরফে নওয়া সর্দ্দার দিং দাবি ১৬।৶৬ থানা ফরাক্কা মৌজে শ্রীমন্তপুর ৮ শতকের কাত ১।০ আঃ ৫৲ খং ১০৬৯ দখলীকার কোর্ফা স্বত্ব।

৩ মনি ডিঃ নজিবুল্লা সেখ দেং দ্বিজপদ সাহা দাবি ৩৭৩৶৯ পাই থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ১২ শতকের কাত ২।০ তন্মধ্যে দেন্দারের ৳ অংশ আঃ ২০৲ খং ২৬৯

অপেরীণ

ডাক্তার বি. এন. রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে না কো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন ক'রে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে!
প্রথম অবস্থায় যদি করে ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকিবে না আর
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হইবে না ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে দেড় টাকা মাশুল তের আনা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কল্‌কাতা) ঠিকানা।
ডাক্তার বি. এন. রায় এইখানে থাকে।
ঔষধ পাইতে হ'লে পত্র দেন তাঁকে।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸০ আনা।

সোল এজেন্ট ঃ—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।